রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ৩০, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৬.০০.০০০০.১১৪.৮৩.০০২.১৯-৮১—কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন) এর ধারা ৩৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবিধানমালা প্রণয়নে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং গ্রহণযোগ্যতার জন্য বাংলাদেশ সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এর ২৩৯ (১) বিধান অনুযায়ী 'দি ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ' (আইসিএমএবি) এর কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস প্রবিধানমালা, ২০১৯ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়া সরকার এতদ্বারা উহা 'প্রাক-প্রকাশ' করিল।

কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস প্রবিধানমালা, ২০১৯ সম্পর্কে কাহারো কোনো আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে এই প্রজ্ঞাপন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিতভাবে অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের iit4@mincom.gov.bd ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রবিধানমালা সম্পর্কে বিধিসংগত কোনো আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া গেলে সরকার উহা বিবেচনাক্রমে উক্ত প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করিবে, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম।—এই প্রবিধানমালা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস প্রবিধানমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) 'আইন' অর্থ কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭০ নং আইন);

(খ) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ আইনের ধারা ৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ;

(গ) 'কমিশন' অর্থ নির্বাচন কমিশন;

(ঘ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঙ) 'তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশাসক' অর্থ কমিশনের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন অনলাইন ভোটিং সিস্টেম পরিচালনায় কমিশনকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি;

(চ) 'তপশিল' অর্থ এই প্রবিধানমালার তপশিল;

(ছ) 'নিবন্ধিত ঠিকানা' অর্থ ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য কর্তৃক কাউন্সিলের নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার ই-মেইল ঠিকানাসহ সর্বশেষ সন্নিবেশিত যোগাযোগের ঠিকানা;

(জ) 'নিবন্ধিত শিক্ষার্থী' অর্থ প্রবিধান ৭০ অনুযায়ী কোনো নিবন্ধিত শিক্ষার্থী;

(ঝ) 'ফরম' অর্থ এই প্রবিধানমালার তপশিল ১ এ সন্নিবেশিত ফরমসমূহ;

(ঞ) 'বার্ষিক সভা' অর্থ ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা;

(ট) 'রিটার্নিং কর্মকর্তা' অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত ১ (এক) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা;

(ঠ) 'সচিব' অর্থ আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত সচিব।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। সদস্যগণকে নোটিশ প্রেরণ।—(১) আইন এবং এই প্রবিধানমালার অধীন সদস্যগণের নিকট প্রেরিতব্য নোটিশ সদস্যগণের সঠিক বলিয়া বিবেচিত নিবন্ধিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে অথবা ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) কোনো নোটিশের অপ্রাপ্তি, উক্ত নোটিশকে অথবা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ বা কার্যক্রমকে অকার্যকর করিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাউন্সিলের নির্বাচন

৪। **কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন।**—আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিলে—

(ক) চট্টগ্রাম প্রশাসনিক বিভাগে বসবাসকারী ফেলোগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন, যিনি কাউন্সিলে আঞ্চলিক প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং

(খ) আঞ্চলিক প্রতিনিধিসহ সকল কাউন্সিল সদস্য ভোটদানে যোগ্য সকল ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

৫। **কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ।**—(১) নূতন কাউন্সিল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, বিদ্যমান কাউন্সিলের মেয়াদে উহার প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্বের ডিসেম্বর মাসের যেকোনো দিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কাউন্সিল বার্ষিক সাধারণ সভার দিন বা অন্য যেকোনো দিন নূতন কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দিষ্টকৃত তারিখ সদস্যগণকে অবহিত করিতে হইবে।

৬। **ভোটদান পদ্ধতি।**—কমিশন কর্তৃক স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ব্যালট পেপারের মাধ্যমে অথবা অন্য যেকোনো স্থান হইতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক অনলাইন ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে সদস্যগণ তাহাদের ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। **কমিশন গঠন।**—(১) নূতন কাউন্সিল নির্বাচন পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল চেয়ারম্যান এবং অপর ২ (দুই) সদস্য সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করিবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ ফেলো সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর প্রস্তাবক বা সমর্থক হইতে পারিবেন না।

(৪) ব্যক্তিগত উপস্থিতি এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক ভোট প্রদান পদ্ধতির আওতায় নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল কমিশনের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং কর্মকর্তাসহ সকল প্রকার লোকবল, কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করিয়া সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) কাউন্সিল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক অনলাইন ভোটিং পদ্ধতি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১ (এক) জন তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশাসক নিয়োগ করিবে।

৮। **রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ।**—কমিশন কাউন্সিলের নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১ (এক) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং তাহাকে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে ১ (এক) জন সহকারী নিয়োগ করিতে পারিবে যাহারা ইনস্টিটিউটের অ্যাসোসিয়েট, ফেলো বা পেশায় নিয়োজিত সদস্য বা সদস্য পদমর্যাদার অধিকারী নহেন।

৯। **ভোটার হইবার যোগ্যতা।**—কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত তারিখের ১০০ (একশত) দিন পূর্বে সদস্য-রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং তাহার নাম নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সদস্য ভোটদানে যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি প্রবিধান ৯২ অনুসারে তাহার প্রদেয় হালনাগাদ ফি পরিশোধ না করিয়া থাকেন; অথবা

(খ) তাহার নাম আইনের ধারা ১৯ এর বিধান অনুযায়ী সদস্য-রেজিস্টার হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত তারিখের পূর্বে অপসারণ করা হয়।

১০। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ।**— (১) কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্দিষ্টকৃত তারিখের ৭০ (সত্তর) দিন পূর্বে কমিশন ইনস্টিটিউটের সদস্য-রেজিস্টারে সংরক্ষিত সদস্য তালিকা অনুযায়ী ভোটদানে যোগ্য সদস্যগণের সমন্বয়ে নিম্নরূপ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে, যথা:—

(ক) কেন্দ্রীয় ভোটার তালিকা-চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগসমূহে বসবাসকারী এবং বিদেশে বসবাসকারী সদস্যগণের একটি কেন্দ্রীয় ভোটার তালিকা; এবং

(খ) আঞ্চলিক ভোটার তালিকা-চট্টগ্রাম প্রশাসনিক বিভাগে বসবাসকারী সদস্যগণের একটি আঞ্চলিক ভোটার তালিকা।

(২) কমিশন উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে প্রকাশিত ভোটার তালিকা এবং কাউন্সিলে পূরণযোগ্য সদস্য সংখ্যার তথ্যসম্বলিত একটি নোটিশ সকল সদস্যকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিবে এবং উহার প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবার পর চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করিয়া তাহার অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো ভোটার তাহার ই-মেইল আইডি বা মোবাইল ফোন নম্বর বা উভয়ই পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১১। কাউন্সিল সদস্য পদে প্রার্থী হইবার যোগ্যতা।—ভোটদানে যোগ্য সকল ফেলো সদস্য কাউন্সিল সদস্য পদে নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি আঞ্চলিক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

১২। প্রার্থী হইবার প্রক্রিয়া।—(১) কাউন্সিলের কোনো সদস্য নির্বাচনে প্রার্থীতা করিতে ইচ্ছুক হইলে প্রবিধান ১০ অনুযায়ী ভোটার তালিকা প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফরম ‘ক’ অনুযায়ী মনোনয়নপত্র যথাযথ পদ্ধতিতে পূরণপূর্বক উহা কমিশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত মনোনয়ন ফরম কাউন্সিল নির্বাচনে ভোটদানে যোগ্য এইরূপ ১ (এক) জন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ২ (দুই) জন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(৩) নির্বাচনে প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সদস্য কমিশনের নিকট ফরম ‘ক’ দাখিল করিবার সময় নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজাদি সংযুক্ত করিবেন, যথা:—

(ক) ফরম 'খ ' অনুযায়ী অঙ্গীকারনামা;

(খ) ১ (এক) কপি ছবি;

(গ) ফরম 'গ ' অনুযায়ী প্রার্থীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

১৩। মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।—কমিশন মনোনয়ন গ্রহণের শেষ দিন হইতে ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে, প্রার্থী এবং তাহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকগণের একটি তালিকা ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটে এবং প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবে।

১৪। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তকরণ।—(১) প্রার্থীগণ, তাহাদের প্রস্তাবকগণ, সমর্থকগণ এবং প্রার্থী কর্তৃক অনুমোদিত অনধিক ২ (দুই) জন সদস্য মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে যৌক্তিক সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং কর্মকর্তা উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, যে কোনো অবস্থায় স্বীয় দায়িত্বে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করিবেন এবং যে কোনো প্রার্থীর মনোনয়নের ব্যাপারে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং কর্মকর্তা, স্বেচ্ছায় বা কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে, উপযুক্ত পদ্ধতিতে তদন্ত করিবেন এবং নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) প্রার্থী কাউন্সিল নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবক বা সমর্থক ব্যক্তি ভোট প্রদান করিবার যোগ্য নহেন; বা

(গ) আইন বা এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান প্রতিপালিত হয় নাই; বা

(ঘ) প্রস্তাবক বা সমর্থক ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল বা জোরপূর্বক বা জালিয়াতির মাধ্যমে তাহার স্বাক্ষর গৃহীত হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, রিটার্নিং কর্মকর্তা—

(অ) কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে উক্ত প্রার্থীর অন্য কোনো বৈধ মনোনয়নপত্র অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না;

(আ) সামান্য ত্রুটির জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং এই ধরনের সামান্য ত্রুটি তাৎক্ষণিক সংশোধনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) ভোটার তালিকার কোনো তথ্যের সঠিকতা বা বৈধতা অনুসন্ধান করিবেন না।

(৪) রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইলে উহার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) যে ক্ষেত্রে রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত মনোনয়ন বাতিল হইবার ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী কমিশনের নিকট এইরূপ মনোনয়ন বাতিল করিবার বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আপিলের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) রিটার্নিং কর্মকর্তা বৈধ ও বাতিল বলিয়া বিবেচিত প্রার্থীগণের পৃথক নামের তালিকাসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উহা চেয়্যারম্যান বরাবর দাখিল করিবেন।

১৫। মনোনয়ন প্রত্যাহার।—(১) কোনো প্রার্থীর প্রার্থীতা চূড়ান্ত হইবার পর, তিনি যাচাই-বাছাই এর তারিখ হইতে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট নিজ স্বাক্ষরে লিখিত আবেদন দ্বারা তাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে কমিশনের নিকট প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদান করিবার পর, কোনো পরিস্থিতিতেই উক্ত নোটিশ বাতিল করা যাইবে না।

১৬। **বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।**—প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (৬) অনুযায়ী রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনের তালিকায় উল্লিখিত বৈধ ঘোষিত প্রার্থীর সংখ্যা কাউন্সিলের আসন সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলে কমিশন উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য বৈধ ঘোষিত প্রার্থীগণের সদস্য সংক্রান্ত তথ্য এবং তাহাদের সঠিক ও পূর্ণ ঠিকানাসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটে এবং প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবে।

১৭। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচন।**—প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (৬) অনুযায়ী রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক কমিশনের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনের তালিকায় উল্লিখিত বৈধ ঘোষিত প্রার্থীর সংখ্যা কাউন্সিলের আসন সংখ্যার সমান বা কম হইলে উক্ত প্রার্থীগণ নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৮। **পরিচিতি সভা।**—(১) কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে ভোটারগণের মাঝে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে কমিশন যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ স্থান বা স্থানসমূহে এক বা একাধিক পরিচিতিমূলক সভার আয়োজন করিতে পারিবে।

(২) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেক প্রার্থী উক্ত সভা বা সভাসমূহে সিএমএ পেশা, সদস্যগণের কল্যাণ এবং ইনস্টিটিউটের উন্নয়নের বিষয়ে তাহাদের মতামত, পরিকল্পনা এবং কর্মকৌশল উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশন উপযুক্ত বিবেচনায় সকল বা কোনো বিশেষ অঞ্চল বা এলাকার ভোটারগণকে পরিচিতিমূলক সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত সভা বা সভাসমূহের স্থান, সময়, কার্যপরিচালনা পদ্ধতি, ইত্যাদি সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার শুধুমাত্র কমিশনেরই থাকিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত সভাসমূহ আয়োজনের আনুষঙ্গিক ব্যয় (যেমন-সভাস্থল বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণের ভাড়া, অভ্যাগত অতিথিগণের আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়, ইত্যাদি) ইনস্টিটিউট বহন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রার্থী বা ভোটারগণের সভাস্থলে উপস্থিত হইবার যাতায়াত ব্যয় বা অন্য কোনো ব্যয় ইনস্টিটিউট বহন করিবে না।

১৯। **নির্বাচনী প্রচারণা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা।**—(১) কাউন্সিল নির্বাচনে কোনো প্রার্থী বা ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য কোনো প্রকারের নির্বাচনী প্রচারণা করিতে পারিবেন না।

(২) কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর হইতে সকল প্রার্থী এবং ইনস্টিটিউটের সকল সদস্য নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড হইতে বিরত থাকিবেন, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে নিজের জন্য বা অন্য কাহারো জন্য সমর্থন বা ভোট যাচনা বা কোনো ধরনের প্রচারণা করা;

(খ) পেশাগত বিষয়ে আলোচনা, সামাজিক অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো নামে বা উপায়ে ভোটারগণের মাঝে কোনো ধরনের সভা, সমাবেশে, আপ্যায়ন অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণা বা সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ভোটারগণের অফিসে বা বাসস্থানে যাওয়া;

(ঘ) নির্বাচনী প্রচারণা বা সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ভোটারগণের সাথে মোবাইল ফোন, ল্যান্ডফোন, ই-মেইল বা সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে (যথা- ফেসবুক, ভাইবার, টুইটার, হোয়াটসআপ, ইত্যাদি) যোগাযোগ বা প্রচারণা করা;

(ঙ) নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের ইশতেহার, প্রচারপত্র, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা;

(চ) কোনো সদস্যকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া কিংবা প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত থাকা অথবা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করা অথবা কোনো প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করা অথবা তাহা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোনো ধরনের উপহার বা উপঢৌকন প্রদান অথবা আর্থিক বা অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান বা প্রদানের প্রতিজ্ঞা করা;

(ছ) কোনো প্রার্থী বা ভোটার সম্পর্কে এমন কোনো তথ্য প্রচার করা বা বলা যাহা অসত্য, সম্মানহানিকর বা ব্যক্তিগত চরিত্র ও সুনাম ক্ষুণ্নকারী;

(জ) স্বীয় বা অন্য কোনো প্রার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রচারণা করা;

(ঝ) ইন্সটিটিউটের সুনাম ক্ষুণ্ন করিতে পারে অথবা ইহার কোনো সদস্য বা কাউন্সিল সম্পর্কে জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোনো বিষয়ে বক্তব্য, বিবৃতি প্রদান বা কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থাপনা অথবা এতদসংক্রান্ত কোনো কার্য পরিচালনা করা;

(ঞ) কমিশন কর্তৃক নিষেধকৃত অন্য কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২০। নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু বা সদস্যপদ বাতিল।—কমিশন কর্তৃক প্রার্থী তালিকায় চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত কোনো প্রার্থী নির্বাচনের তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে বা আইনের ধারা ১৯ অনুযায়ী সদস্য-রেজিস্টার হইতে তাহার নাম অপসারিত হইলে অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মৃত্যুজনিত বা সদস্যপদ বাতিলের কারণে যদি কাউন্সিলের নির্বাচিতব্য সদস্য সংখ্যা বৈধ প্রার্থীর সংখ্যার সমান বা কম হয় সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রয়োজন হইবে না।

২১। ব্যালট পেপার।—(১) কমিশন কাউন্সিলে আঞ্চলিক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কাউন্সিল সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মর্মে বিবেচিত ব্যালট পেপার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি ব্যালট পেপারে প্রার্থীগণের নাম, সদস্য সংখ্যা, ছবি এবং নির্বাচন কমিশনের সিলমোহর থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট প্রদান পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ব্যালট ফরমে কমিশনের সিলমোহর প্রয়োজন হইবে না।

(৩) ব্যালট পেপারে প্রার্থীগণের প্রত্যেকের নামের পাশে ভোটদানের জন্যে একটি খালি জায়গা থাকিবে।

২২। ভোট প্রদান পদ্ধতি।—(১) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ভোট প্রদান করিতে হইবে, যথা :—

(ক) কমিশন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের যথোপযুক্ত স্থানে একটি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করিবে;

(খ) ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোট কেন্দ্রে ১ (এক) বা একাধিক ভোটকক্ষ থাকিবে;

(গ) ভোটারগণ ব্যক্তিগতভাবে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবেন;

(ঘ) ১ (এক) জন ভোটার ব্যালট পেপারে তাহার পছন্দের প্রার্থীর নামের বিপরীতে খালি জায়গায় ক্রস (×) চিহ্ন দ্বারা ভোট প্রদান করিবেন;

(ঙ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ভোট প্রদান করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটদানের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই যেই সকল ভোটার ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছেন ভোটের সময় শেষ হওয়ার পরেও তাহাদেরকে ভোট প্রদান করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে;

(চ) কমিশন ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোটার তালিকার কপি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও উপকরণ সরবরাহ করিবে;

(ছ) ভোট আরম্ভ করিবার পূর্বে, রিটার্নিং কর্মকর্তা উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের পোলিং এজেন্টগণের উপস্থিতিতে শূন্য ব্যালট বাক্স প্রদর্শনপূর্বক উহা সিলগালা করিয়া সিলমোহর ও স্বাক্ষর প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিলে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিজ দায়িত্বে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন;

(জ) ভোট কেন্দ্রে ভোটার হিসাবে দাবি করা প্রত্যেক সদস্যকে কমিশন প্রদত্ত ভোটার তালিকার কপিতে স্বীয় নামের বিপরীতে স্বাক্ষর করিয়া ব্যালট পেপার গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) ভোটার হিসাবে দাবি করা কোনো ব্যক্তির পরিচয় বা নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ হইলে রিটার্নিং কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচনে ভোটদান হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন;

(ঞ) কোনো ব্যক্তিকে ভোটদানের অনুমতি প্রদান করা না হইলে, তাহার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে লিখিতভাবে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহাও রেকর্ড করিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—

(ক) কোনো ভোটার ব্যালট পেপারের উপর তাহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন বা উহার উপর কোনো অক্ষর, শব্দ বা সংখ্যা লিখিয়া থাকেন বা উহাতে এইরূপ কোনো চিহ্ন তৈরি করেন যাহার মাধ্যমে ব্যালট পেপার দ্বারা ভোটারকে চিহ্নিত করা যায়; অথবা

(খ) উহাতে কমিশনের সিল না থাকে; অথবা

(গ) উহাতে ক্রস (×) চিহ্ন না থাকে; অথবা

(ঘ) আঞ্চলিক প্রতিনিধিসহ যতগুলি আসনে ভোট দেওয়া প্রয়োজন তার চেয়ে কম বা বেশি ভোট প্রদান করা হয়; অথবা

(ঙ) কোনো প্রার্থীর পক্ষে একাধিক ক্রস (×) চিহ্ন প্রদান করা হয়; অথবা

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ক্রস (×) চিহ্নের পরিবর্তে বা পাশাপাশি অন্য কোনো চিহ্ন প্রদান করা হয়; অথবা

(ছ) ক্রস (×) চিহ্নটি অনিশ্চিত স্থানে প্রদান করা হয়; অথবা

(জ) ব্যালট পেপারে কাটাকাটি করা, মুছে ফেলা, হালকা করা বা অনুরূপ কোনো ক্রিয়াকলাপ করা হয়।

২৩। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট প্রদান।—(১) তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট প্রদান পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল যথোপযুক্ত অনলাইন ভোটিং মডিউল বা সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্ম, অতঃপর ভোটিং মডিউল বলিয়া উল্লিখিত, তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কমিশন ভোটিং মডিউলের কার্যকারিতা, সঠিকতা, নিরাপত্তা, তথ্যের গোপনীয়তা, সক্ষমতা, ইত্যাদি বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে তাহা ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(৩) নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হইবার পর হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পরবর্তী ৭ (সাত) দিন সময় পর্যন্ত উক্ত ভোটিং মডিউল কমিশনের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

(৪) কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিন পূর্ব হইতে নির্বাচনের দিন ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে ভোটদান শুরু হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অনলাইন ভোটিং মডিউল উন্মুক্ত রাখিবেন।

(৫) ভোটিং মডিউল উন্মুক্ত করিবার ১০ (দশ) দিন পূর্বে কমিশন সকল ভোটারকে অনলাইনে ভোট প্রদানের সময়সূচি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়েবসাইট এবং ইনস্টিটিউটের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(৬) ভোট ও এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় সার্ভারে পাসওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হইবে।

(৭) ভোটার তাহার গোপনীয় ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করিয়া—

(ক) ইনস্টিটিউটের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের ইআরপি সিস্টেমে সংরক্ষিত সদস্য মডিউলে তাহার নিজস্ব ড্যাস বোর্ডে প্রবেশ করিবেন;

(খ) উক্ত ড্যাস বোর্ডে একটি বাটন থাকিবে, যাহা ক্লিক করিয়া ১ (এক) জন ভোটার সংশ্লিষ্ট ভোটিং পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত হইবেন যেখানে ভোট প্রদানের বিশেষ নির্দেশনাসমূহ প্রদত্ত থাকিবে;

(গ) ভোটার উক্তরূপ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক অনলাইনে ভোট প্রদান করিবেন।

(৮) অনলাইনে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটার তালিকায় উল্লিখিত ই-মেইল আইডি ও মোবাইল ফোন নম্বর ১ (এক) জন ভোটারের বৈধ ই-মেইল আইডি ও মোবাইল ফোন নম্বর বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে একাধিক ই-মেইল আইডি ও মোবাইল ফোন নম্বর থাকিবে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারের প্রথম ই-মেইল আইডি ও প্রথম মোবাইল ফোন নম্বরকে তাহার ই-মেইল আইডি ও মোবাইল ফোন নম্বর বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

(৯) অনলাইনে ভোট প্রদানের সময় সমাপ্ত হইবার পর এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে ভোট প্রদানের সময় শুরু হইবার পূর্বে যেইসকল ভোটার অনলাইনে ভোট প্রদান করিয়াছেন কমিশন তাহাদের একটি তালিকা তৈরিপূর্বক ভোটার তালিকায় চিহ্নিত করিবেন।

(১০) তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশাসক কেবল চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে ভোট ও এতদসম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিবরণ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন এবং যাহারা ভোট দিয়াছেন তাহাদের তালিকা প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(১১) কোনো ভোটার তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবার পরও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ভোট প্রদান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।

(১২) যদি কোনো ভোটার তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবার ক্ষেত্রে অনুমোদিত নির্দেশনাসমূহ যথোপযুক্তভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে কমিশন উক্ত ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত ভোট বাতিল করিতে পারিবে।

২৪। ভোট গণনা।—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় শেষ হইবার পর কমিশন ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে গৃহীত ভোট গণনা শুরু করিবে, যথা :—

(ক) ভোট গ্রহণ শেষ হইবার পর ভোট গণনা শুরু হইবে;

(খ) ভোট গণনার সময় প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজে বা তাহার এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন;

(গ) রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স খুলিবেন এবং ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত ব্যালট পেপার এবং অব্যবহৃত ব্যালট পেপার সংখ্যাসহ মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা গণনা করিবেন এবং উহার একটি রেকর্ড তৈরি করিবেন;

(ঘ) রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যালট বাক্সের সকল ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিবেন এবং প্রবিধান ২২ এর উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে কোনো ব্যালট পেপার যদি বাতিল করিতে হয় তাহা হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিটি বাতিলকৃত ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণপূর্বক একত্রে সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) রিটার্নিং কর্মকর্তা নষ্ট হওয়া ব্যালট পেপার আলাদা করিয়া গণনা করিবেন;

(চ) রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদানকৃত বৈধ ভোটের সংখ্যা গণনা করিবেন;

(ছ) রিটার্নিং কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিসহ একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যথা :—

(অ) ভোটকেন্দ্রে প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা;

(আ) ভোটারগণের ইস্যুকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(ই) ভোটারগণের জমাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(ঈ) নষ্ট হওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(উ) বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(ঊ) বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা;

(ঋ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা;

(জ) রিটার্নিং কর্মকর্তা উপরিউক্ত তথ্য উপাত্তসমূহের একটি বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী বা তাহার এজেন্টগণের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক উক্ত বিবরণী চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবেন;

(ঝ) রিটার্নিং কর্মকর্তা দফা (জ) অনুসারে বিবরণী প্রস্তুতির পরে অবিলম্বে নষ্ট ব্যালট পেপার, অব্যবহৃত ব্যালট পেপার, ব্যালট পেপারের মুড়ি, বাতিলকৃত ব্যালট পেপার, বৈধ ব্যালট পেপার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পৃথক পৃথক খামে ভর্তিপূর্বক খামের মুখ বন্ধ ও সিলগালা করিয়া খামসমূহে স্বাক্ষরপূর্বক চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবেন;

(ঞ) নির্বাচন সম্পর্কিত বিবরণী ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রাপ্ত হইবার পর চেয়ারম্যান ও কমিশনের সদস্যগণ স্বাক্ষরপূর্বক তাহা অনুমোদন করিবেন।

(২) কমিশন ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্বাচনী ফলাফলের সহিত অনলাইন ভোটিং মডিউলের অধীনে প্রাপ্ত ফলাফল একত্রিত করিয়া গণনাপূর্বক নির্বাচনি ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে প্রস্তুতকৃত বিবরণীর মুদ্রিত কপিতে চেয়ারম্যান এবং কমিশনের সদস্যগণ স্বাক্ষরপূর্বক অনুমোদন করিয়া উহা ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট বরাবর দাখিল করিবে।

(৪) প্রেসিডেন্ট উক্ত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(৫) নির্বাচনি ফলাফল গণনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত হইবার পর নির্বাচন সংক্রান্ত মুদ্রিত এবং ইলেকট্রনিক তথ্য এবং নথি বা রেকর্ডসমূহ কমিশনের দায়িত্বে গোপন শ্রেণির অধীনে সংরক্ষিত থাকিবে এবং কমিশন উহার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত নির্দেশনা প্রদান করিবে।

২৫। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং কাউন্সিল গঠন।—(১) প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলে যত সংখ্যক আসন শূন্য থাকিবে ঠিক তত সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটের ক্রম অনুযায়ী নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে সর্বশেষ শূন্য পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সেইক্ষেত্রে তাহাদের ভাগ্য লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে এবং কমিশনের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট উক্ত লটারির ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) যে সকল সদস্য প্রবিধান ১৭ অনুযায়ী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন, প্রেসিডেন্ট তাহাদিগকেও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(৪) প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমে নূতন কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৬। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা বিচ্যুতি, ইত্যাদি।—নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা বিচ্যুতি, ইত্যাদি কারণে নির্বাচন বাতিল হইবে না।

২৭। নির্বাচনী জটিলতা দূরীকরণের ক্ষমতা।—নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান কার্যকরকরণে জটিলতা উদ্ভব হইলে কাউন্সিল অত্র প্রবিধানমালার সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্তরূপ জটিলতা নিরসন করিতে পারিবে।

২৮। নির্বাচনের সকল কাগজপত্র হেফাজত।—কমিশন কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সিলগালাকৃত কাউন্সিল নির্বাচনের সকল কাগজপত্র, নথি, ইত্যাদি (ডিজিটাল রেকর্ডসহ) ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য ইনস্টিটিউটের নিরাপদ হেফাজতে রাখিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে উক্তরূপে সিলগালাকৃত ডকুমেন্ট নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উন্মুক্ত করা যাইবে।

২৯। সরকার মনোনীত কাউন্সিল সদস্য।—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের ৬ (ছয়) সপ্তাহ পূর্বে কাউন্সিল আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) হইতে (চ) তে বর্ণিত সরকার কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিল সদস্যগণের মনোনয়ন প্রদান করিবার অনুরোধ করিবেন।

(২) কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের পূর্বে উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত মনোনয়ন প্রাপ্ত না হইলে বিদ্যমান মনোনীত কাউন্সিল সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩০। কাউন্সিল পদে সাময়িক শূন্যতা।—আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) তে বর্ণিত কাউন্সিলের যেকোনো সদস্য পদ শূন্য হইলে অথবা শূন্য পদ পূরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা উহার চাইতে কম হইলে, কাউন্সিল পদ শূন্য হইবার অথবা নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, যাহা প্রযোজ্য হয়, এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, এই অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে।

৩১। নির্বাচনের ফলাফলের বিজ্ঞপ্তি।—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখের ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে সচিব ইনস্টিটিউটের সকল সদস্যকে নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যগণের তালিকা প্রেরণ করিবেন।

(২) নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্যগণ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

৩২। বিরোধ নিষ্পত্তি।—(১) কোনো সংক্ষুব্ধ প্রার্থী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বরাবর তাহার সংক্ষুব্ধ হওয়ার বিস্তারিত বিবরণসহ একটি আবেদন দাখিল করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আবেদন কাউন্সিল নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়াছেন ইনস্টিটিউটের এইরূপ অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের একটি সভা আহ্বান করিবেন এবং কাউন্সিল বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট লিখিত আবেদন করিবে।

(৩) বিরোধীয় বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

৩৩। নির্বাচনী বিধি-বিধান অমান্যের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা।—ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য যদি এই অধ্যায়ে বর্ণিত নির্বাচনী কোনো বিধি-বিধান অথবা কমিশন কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধি-বিধান অমান্য করিয়া থাকেন অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো অঙ্গীকার রক্ষায় ব্যর্থ হন অথবা অঙ্গীকারনামায় কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন তাহা হইলে নির্বাচনে প্রার্থীতা বাতিলসহ কমিশন বা কাউন্সিল তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কাউন্সিলের সভা ও কার্যক্রম

৩৪। কাউন্সিলের সভা।—কাউন্সিলের প্রথম সভা কাউন্সিল গঠিত হইবার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ এবং পরবর্তী সভাসমূহ প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

৩৫। সভার নোটিশ।—সভার তারিখ, সময়, স্থান এবং সভার আলোচ্য বিষয় সম্বলিত নোটিশ কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের নিবন্ধিত ঠিকানায় উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবার অন্যূন ১০ (দশ) দিন পূর্বে ডাক যোগে বা ইলেক্ট্রনিক মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট যথাযথ বিবরণ এবং কারণ উল্লেখপূর্বক যেকোনো সময় কাউন্সিল সভার জন্য নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

৩৬। বিশেষ সভা।—কাউন্সিলের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অধিযাচন সাপেক্ষে, প্রেসিডেন্ট উক্ত অধিযাচন পাইবার ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে একটি বিশেষ সভা আহবান করিবেন।

৩৭। সভার কোরাম।—(১) কাউন্সিলের সভায় ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(২) যদি সভার নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সভার সভাপতি নির্ধারিত সময় এবং তারিখ পর্যন্ত এইরূপ সভা মুলতবি ঘোষণা করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোরামের অভাবে কোনো সভা মুলতবি করা হইলে, মূল সভায় আলোচনার জন্য ধার্যকৃত বিষয়াদি মুলতবি সভার কোরাম পূর্ণ না হইলেও উক্ত মুলতবি সভায় আলোচনা করা যাইবে, তবে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৮। কাউন্সিলের সভা মুলতবিকরণ।—(১) এই প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল সভার সভাপতি উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যগণের সম্মতিতে প্রয়োজনীয় সময় এবং স্থান নির্ধারণপূর্বক উক্ত সভা মুলতবি ঘোষণা করিতে পারিবেন, কিন্তু মুলতবি সভায় পূর্বের সভার অসম্পূর্ণ বিষয় ব্যতীত নূতন কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা হইবে না।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক সভা মুলতবি করিবার সময় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হইলে মুলতবি সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোনো নোটিশের প্রয়োজন হইবে না।

৩৯। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ।—(১) কাউন্সিলের সকল সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) সভার কার্যবিবরণী উক্ত সভা বা পরবর্তী সভার সভাপতি কর্তৃক নিশ্চিতায়নপূর্বক স্বাক্ষর প্রদান করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৪০। বাংলাদেশ হইতে কাউন্সিলের সদস্যগণের অনুপস্থিতি।—(১) কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময়ের জন্য বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে তাহার দেশ ত্যাগ করিবার তারিখ এবং সম্ভাব্য ফেরত আসিবার তারিখ কাউন্সিলকে অবহিত করিবেন এবং কাউন্সিলের নিকট তাহার ছুটির আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(২) এইরূপ আবেদন প্রাপ্ত হইবার পরে কাউন্সিল স্বীয় বিবেচনায়, ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনটি উক্ত সদস্য কর্তৃক ইস্তফা প্রদান পত্র হিসাবে বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৩) যদি কাউন্সিলের মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য ৬০ (ষাট) দিনের অধিক সময়ের জন্য উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত কোনো পন্থায় ছুটি গ্রহণ না করিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং তাহার বাংলাদেশ ত্যাগের ফলশ্রুতিতে কাউন্সিলের পর পর ৩ (তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী যথাযথ কারণ ব্যতীত সভা হইতে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য হইবেন।

৪১। প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ।—(১) আইন এবং এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট তাহাদের উপর প্রদত্ত ও আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন এবং কাউন্সিল বা স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিবেন।

(২) প্রেসিডেন্ট কোনো বিষয় বিবেচনার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল বা স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপন করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যদি প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হয় বা প্রেসিডেন্ট কোনো কারণে তাহার অফিসের উপর অর্পিত ক্ষমতা বা দায়িত্ব পালনে অপারগ হন তাহা হইলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন।

৪২। সচিবের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব।—(১) সচিব ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং সদস্য সংক্রান্ত বিষয়াদির সার্বিক তদারকি করিবেন।

(২) সচিব ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবেন এবং উহা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন।

৪৩। কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব।—(১) কোষাধ্যক্ষ ইনস্টিটিউটের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার তদারকি করিবেন।

(২) কোষাধ্যক্ষ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কাউন্সিলের কমিটি ও উহার কার্যপরিধি

৪৪। **কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলি।**—(১) কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কাউন্সিলের অফিস রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত শর্তে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত এবং দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান;

(গ) কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্যগণকে তাহাদের প্রদত্ত সেবার জন্য সম্মানী বা পারিশ্রমিকের পরিমাণ সুপারিশকরণ;

(ঘ) কাউন্সিলের পক্ষে ইনস্টিটিউটের সকল আয় ও ব্যয়ের প্রকৃত ও সঠিক হিসাব সংরক্ষণ এবং আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ সকল সম্পত্তি, সিকিউরিটিজ, ঋণ, তহবিল এবং দেনার রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের সকল সম্পত্তি, অর্থ ও তহবিলের হেফাজতকরণ;

(চ) ইনস্টিটিউটের উদ্বৃত্ত তহবিল কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সরকারি সিকিউরিটিজ বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ;

(ছ) কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুসারে ইনস্টিটিউটের আয় বা মূলধন দ্বারা তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের ব্যয় নির্বাহ করা :

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তী সভায় কাউন্সিলকে অবহিত করিবার শর্তে, জরুরি পরিস্থিতিতে কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা যাইবে;

(জ) সদস্যগণের অন্তর্ভুক্তি, অপসারণ এবং পুনর্বহাল, পেশায় নিয়োজিত হইবার সনদপত্র, সদস্য সনদ ইস্যুকরণ, বাতিলকরণ, সদস্য তালিকা মুদ্রণ এবং জার্নাল প্রকাশ করা; এবং

(ঝ) কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন।

(২) ইনস্টিটিউটের যেকোনো ব্যয় নির্বাহের জন্য বা রাজস্ব আদায়ের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষমতার উপর কাউন্সিল বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে এবং একইভাবে অবৈতনিক কার্যনির্বাহী বা ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মচারীর উপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৪৫। **শিক্ষা কমিটির কার্যাবলি।**—শিক্ষা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) শিক্ষার্থী নিবন্ধন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা এবং এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয় অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ;

(গ) ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীগণকে যথাযথভাবে প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান;

(ঘ) শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঙ) শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিলের সকল কার্যক্রম (যেমন: শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ, তাহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি) পরিচালনা;

(চ) নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণের আচরণবিধি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(ছ) সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, চেম্বার অব কমার্স অথবা অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেরিত প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;

(জ) শিক্ষার্থীগণকে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্য বই, রেফারেন্স বই, ইত্যাদি আহরণ ও সংরক্ষণ;

(ঝ) ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বই, সাময়িকী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং উহাদের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচালনা;

(ঞ) সময় সময়, ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান সিলেবাস পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলকে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান;

(ট) নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণকে যথাযথ পেশাজীবী হিসাবে প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ যাবতীয় প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঠ) নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণের অসদাচরণ বা শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম তদন্ত বা অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ বা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সুপারিশ প্রদান;

(ড) কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোনো দায়িত্ব পালন।

৪৬। **পরীক্ষা কমিটির কার্যাবলি।—**পরীক্ষা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিলের সকল কার্যক্রম (যেমন: পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ, পরীক্ষক, সহকারী পরীক্ষক, পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ও অন্যান্যদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যান্য কার্যক্রম) সম্পাদন;

(খ) পরীক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহের পরিমিত মান ও পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

(গ) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঘ) পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঙ) পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত বা অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ বা গ্রহণের সুপারিশ করা;

(চ) কাউন্সিল কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোনো দায়িত্ব সম্পাদন।

৪৭। **গবেষণা ও উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলি।**—আইন ও এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গবেষণা এবং উন্নয়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৪৮। **শৃঙ্খলা কমিটির কার্যাবলি।**—আইন ও এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব এবং সদস্য বা নিবন্ধিত শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা বিষয়ক যে সকল দায়িত্ব কাউন্সিল কর্তৃক শৃঙ্খলা কমিটির উপর, সময় সময়, অর্পণ করা হইবে, শৃঙ্খলা কমিটি সেই সকল দায়িত্ব পালন করিবে।

৪৯। **স্থায়ী কমিটিসমূহের সভাপতি।**—স্থায়ী কমিটির সকল সভায় উহার চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন, তবে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে উক্ত কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত অন্য যেকোনো সদস্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৫০। **কমিটিসমূহের সদস্যগণের কার্যকাল।**—কমিটিসমূহের মনোনীত সদস্যগণের কার্যকাল হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর এবং কোনো সদস্য পুনঃমনোনয়নের নিমিত্ত যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৫১। **কমিটির সভা।**—স্থায়ী কমিটির সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে, সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জরুরি প্রয়োজনে কমিটির ৩ (তিন) জন সদস্যের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিটির চেয়ারম্যান যেকোনো সময় বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৫২। **সভার নোটিশ।**—স্থায়ী কমিটির সভার নোটিশ জারি করিবার ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সভার জন্য অনুসৃত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫৩। **সভার কোরাম।**—স্থায়ী কমিটির সভায় উহার ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

৫৪। **সভার কার্যক্রম পরিচালনা।**—কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটির সভার কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হইবে।

৫৫। **নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান।**—সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটির কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৫৬। **স্থায়ী কমিটিসমূহের সচিব।**—প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে কোনো সদস্যকে অথবা ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মচারীকে সচিব হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫৭। **সভার কার্যবিবরণী।**—কমিটির সচিব কমিটির সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন।

৫৮। **স্থায়ী কমিটি ব্যতীত অন্যান্য কমিটি গঠন।**—(১) আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কাউন্সিল আইন ও এই প্রবিধানে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত কমিটিসমূহের কার্যপরিধি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৩) কাউন্সিল উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত কমিটিতে ইনস্টিটিউটের যে কোনো সদস্যকে সভাপতি, সহ-সভাপতি বা সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

৫৯। **কাউন্সিলের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা।**—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থায়ী কমিটি বা অন্যান্য কমিটির যেকোনো সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা কাউন্সিলের থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাঞ্চ কাউন্সিল

৬০। **ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠন।**—(১) কাউন্সিল, দাপ্তরিক নোটিশ জারির মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের জন্য ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত নোটিশে যে নাম উল্লেখ করা হইবে সেই নামে উক্ত কাউন্সিল পরিচিত হইবে।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে গঠন করা হইবে, যথা:—

(ক) কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ইনস্টিটিউটের সদস্যগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন) জনের কম অথবা ১০ (দশ) জনের অধিক হইবে না;

(খ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অনধিক ২ (দুই) জন ব্যক্তি; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ আইনের অধীনে গঠিত প্রথম ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্য হইবেন।

৬১। সদস্য-রেজিস্টার সংরক্ষণ।—(১) প্রত্যেক ব্রাঞ্চ কাউন্সিল একটি সদস্য-রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত ইনস্টিটিউটের সকল সদস্যের নাম উহাতে তালিকাভুক্ত করিবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত সদস্য-রেজিস্টার হইতে কোনো সদস্যের নাম অপসারিত হইলে ব্রাঞ্চ রেজিস্টার হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাহার নাম অপসারিত হইবে এবং তিনি যদি কোনো ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্য হন তাহা হইলে তাহার সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্যপদও বাতিল করা হইবে।

৬২। ব্রাঞ্চ কাউন্সিল হইতে ইস্তফা প্রদান এবং নৈমিত্তিক শূন্যতা।—(১) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কোনো সদস্য ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বরাবর স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে যেকোনো সময় তাহার সদস্য পদ হইতে ইস্তফা প্রদান করিতে পারিবেন এবং ব্রাঞ্চ কাউন্সিল কর্তৃক তাহার ইস্তফা পত্র গৃহীত হইলে উক্ত সদস্যের পদ শূন্য হইবে।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কোনো সদস্য, সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া উক্ত কাউন্সিলের একাধিক্রমে ৩ (তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ শূন্য হইবে।

(৩) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কোনো নৈমিত্তিক শূন্যতা কাউন্সিল কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং মনোনীত ব্যক্তি নূতন ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কোনো নৈমিত্তিক শূন্যতা সৃষ্টি হইলে তাহা পূরণ করা হইবে না।

(৪) ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অথবা কোনো পদ শূন্যতার কারণে ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কোনো কার্যক্রম অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬৩। ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নির্বাচন পদ্ধতি।—(১) ব্রাঞ্চ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত ফেলো ও এসোসিয়েট সদস্যগণ নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন এবং অন্য কোনো সদস্যের নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিল নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার জন্য কাউন্সিল ১ (এক) জন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য ১ (এক) জন পোলিং অফিসার মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৩) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য সভার কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্য রেজিস্টারে রক্ষিত সকল এসোসিয়েট ও ফেলো সদস্যগণের নিকট নির্বাচনের নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৪) নোটিশের সহিত ভোটার তালিকা ও নমিনেশন ফরম সংযুক্ত করিতে হইবে এবং কতজন সদস্য নির্বাচিত করিতে হইবে তাহাও উল্লেখ থাকিবে।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনের জন্য লিখিত নমিনেশন আহ্বান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করিবেন।

(৬) ভোট প্রদান করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ফেলো বা এসোসিয়েট সদস্য ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে যতজন সদস্যের প্রয়োজন ততজন সদস্যের পক্ষে নমিনেশন প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(৭) প্রতিটি মনোনয়ন ফরম ভোট প্রদান করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন অপর ১ (এক) জন সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে এবং উহাতে মনোনীত ব্যক্তির সম্মতি থাকিতে হইবে।

(৮) ফরম 'ঘ' অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে এবং নির্বাচনের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে তাহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৯) প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের সহায়তায় মনোনয়ন ফরমসমূহ বাছাই করিবেন এবং বাছাইয়ের সময় যদি কোনো মনোনয়ন ফরম এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের কোনো শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মনোনয়ন ফরমটি বাতিল করিবেন।

(১০) মনোনয়ন ফরমসমূহ বাছাইয়ে সঠিক হিসাবে প্রাপ্ত প্রার্থীগণের নাম প্রিজাইডিং অফিসার ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচনের কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নোটিশ বোর্ডে উহার একটি তালিকা প্রকাশ করিবেন।

(১১) নির্বাচনের জন্য বৈধ মনোনীত কোনো প্রার্থী নির্বাচনের অন্যূন ২ (দুই) দিন পূর্বে তাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(১২) যদি বৈধ মনোনয়নের সংখ্যা কম হয় বা নির্বাচনের জন্য যত সংখ্যক প্রার্থী প্রয়োজন তাহা সমান সংখ্যক হয়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার মনোনীত প্রার্থীগণকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করিবেন এবং যদি বৈধ মনোনয়নের সংখ্যা নির্বাচনের জন্য যতজন প্রার্থীর প্রয়োজন তাহার চাইতে বেশি হয় তবে প্রিজাইডিং অফিসার পোলিং অফিসারের সহায়তায় নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

(১৩) নির্বাচন অনলাইন ভোটিং সিস্টেম অথবা ব্যক্তিগত উপস্থিতি অথবা উভয় পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১৪) কাউন্সিল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিধান ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নির্বাচনের ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য হয়, ততটুকু অনুসরণ করা হইবে।

(১৫) প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্য অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ নির্বাচিত হিসাবে ঘোষিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ২ (দুই) বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হন যাহা পদসংখ্যার ভিত্তিতে পূরণযোগ্য নয় সেইক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার লটারি পরিচালনা করিবেন এবং লটারিতে যিনি বিজয়ী হইবেন তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(১৬) প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচনের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নির্বাচনের একটি প্রতিবেদন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে উহার একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।

(১৭) কোনো এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য যিনি ভোটের জন্য যোগ্য ও নির্বাচনের দিন উপস্থিত ছিলেন, তিনি নির্বাচন পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট কোনো মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে বা কোনো সদস্যের নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে উত্থাপিত আপত্তির ক্ষেত্রে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৪। ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।—(১) কাউন্সিল ও উহার স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়ন্ত্রণে, তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় ব্রাঞ্চ কাউন্সিল দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কাউন্সিল কর্তৃক ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নিকট যে সকল বিষয়ে পরামর্শ যাচনা করা হইবে, সেই সকল বিষয়ে কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান এবং কাউন্সিলের অন্য যে সকল সহযোগিতা প্রয়োজন কাউন্সিলকে সেই সকল সহযোগিতা প্রদান;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের আওতাধীন এলাকার পেশাগত কার্যক্রম, পেশার মান ও মর্যাদার উন্নয়ন এবং পেশা সংশ্লিষ্ট আইনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিষয়ে কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান;

(গ) সদস্য, নিবন্ধিত শিক্ষার্থী এবং ভর্তিচ্ছু সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ;

(ঘ) কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে, ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের আওতাধীন এলাকায়, ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের আওতাধীন এলাকায় সদস্যগণের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি, সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য সদস্যগণের সভা, পেশাগত সেমিনার বা এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন;

(চ) কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন;

(ছ) কাউন্সিল ও ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কার্যক্রমের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে, প্রতিটি ব্রাঞ্চ কাউন্সিলকে প্রতি বৎসর ১৫ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্জিকা বৎসরে ব্রাঞ্চ কাউন্সিল কর্তৃক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী, সদস্যগণ এবং অন্যান্যদের জন্য আয়োজিতব্য সকল সভা, সেমিনার ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ইত্যাদি আয়োজনের সম্ভাব্য তারিখসহ বিস্তারিত সময়সূচী কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

৬৫। ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কার্যনির্বাহীগণ।—(১) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কার্যনির্বাহীগণের মধ্যে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন সচিব ও ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যগণের মধ্য হইতে কার্যনির্বাহীগণ নির্বাচিত হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সচিব ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে বিদায়ী ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিশেষ সভা আহ্বান এবং উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের বিদায়ী চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান উক্ত সভা আহ্বান এবং উহাতে সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সচিব ও কোষাধ্যক্ষ এর মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর।

(৫) প্রবিধান ৬০ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে গঠিত প্রথম ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কার্যনির্বাহীগণসহ ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কার্যনির্বাহীগণ এই প্রবিধানমালা অনুসারে নূতন কার্যনির্বাহী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৬) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান উহার প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬৬। ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সভা।—(১) কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিধান ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সভার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সভায় অনুমোদিত সকল প্রস্তাব উহাতে উল্লেখ থাকিবে।

(৩) সভায় যিনি সভাপতিত্ব করিবেন অথবা যিনি পরবর্তী সভায় সভাপতিত্ব করিবেন তিনি কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করিবেন এবং স্বাক্ষরকৃত কার্যবিবরণী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণক হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সভার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬৭। **ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের মেয়াদকাল।**—নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের মেয়াদকাল হইবে উহা গঠনের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর এবং মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হইবার পর উহার বিলুপ্তি ঘটিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবিধান ৬০ এর উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে একটি অঞ্চলের জন্য গঠিত প্রথম ব্রাঞ্চ কাউন্সিল ঐ এলাকায় প্রবিধান ৬৩ অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠিত হইবার পর বিলুপ্ত হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে নূতন ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ব্রাঞ্চ কাউন্সিল উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬৮। **অর্থ এবং হিসাব।**—(১) প্রতিটি ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের তহবিলে কাউন্সিল কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হইবে এবং উপযুক্ত কারণে কাউন্সিলের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্রাঞ্চ কাউন্সিল ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যয়কৃত অর্থ পরিশোধ (reimbursement) করা ব্যতীত তহবিল হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের কোনো সদস্যকে অর্থ প্রদান করা যাইবে না।

(৩) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে উহার হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৪) কাউন্সিল কর্তৃক সুনির্দিষ্ট স্থানীয় কোনো ব্যাংকে ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নামে একটি চলতি হিসাব পরিচালনা করিতে হইবে।

(৫) সকল চেক, ড্রাফট, নোট, অর্থ পরিশোধের আদেশ ও অনুরূপ সকল লেনদেনের ক্ষেত্রে, ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে নিয়োগকৃত ২ (দুই) জন কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিবেন এবং সকল প্রকার আদায়কৃত অর্থ ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের নামে রক্ষিত ব্যাংক হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক মাসে একবার বা প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিকবার ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত প্রাপ্তি, পরিশোধ এবং নগদ স্থিতির বিস্তারিত বিবরণী কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) মাসিক আর্থিক বিবরণী ব্যতীতও ব্রাঞ্চ কাউন্সিল কর্তৃক প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে ৩০ জুন অতিক্রান্ত হইবার পর, যত দ্রুত সম্ভব, ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিম্নবর্ণিত বিবরণীসমূহ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) পর্যাপ্ত বর্ণনাসহ বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী এবং মাসিক আর্থিক বিবরণীসমূহের মোট অংকের সহিত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সমন্বয় বিবরণী;

(খ) সকল অনাদায়কৃত ও অপরিশোধিত অর্থের বিবরণসহ ৩০ জুন তারিখের সকল সম্পদ ও দেনার বিবরণী।

(৮) ব্রাঞ্চ লাইব্রেরীতে থাকা এবং ধার দেওয়া, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণের নিকট থাকা সকল বই ৩০ জুন তারিখে ইনস্টিটিউটে ফেরত প্রদান করিতে হইবে অথবা ইনস্টিটিউটের নিকট দায়বদ্ধ মর্মে বই গ্রহীতাগণের নিকট হইতে স্বাক্ষরিত নিশ্চয়তাপত্র গ্রহণপূর্বক সকল বই এর মজুদ বিবরণী (inventory) প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৯) আর্থিক বৎসর শেষে বা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষক দ্বারা ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করাইতে হইবে।

(১০) যে অঞ্চলের জন্য ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে সেই অঞ্চলে অবস্থিত ইনস্টিটিউটের সকল তহবিল ও সম্পদ শুধুমাত্র ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হইবে এবং ইনস্টিটিউটের সকল সম্পদের স্বত্ব ও মালিকানা উহার হইবে।

৬৯। ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের বিলুপ্তি।—(১) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন ব্রাঞ্চ কাউন্সিল বিলুপ্ত হইবে, যদি–

(ক) উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত সদস্যগণের তিন-চতুর্থাংশ বা ততোধিক সদস্য যদি কোনো সাধারণ সভার মাধ্যমে ব্রাঞ্চ কাউন্সিল বিলুপ্তির প্রস্তাব অনুমোদন করেন; এবং

(খ) ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের বক্তব্য যথাযথভাবে শুনানির পর কাউন্সিল যদি ব্রাঞ্চ কাউন্সিল বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(২) ব্রাঞ্চ কাউন্সিল বিলুপ্তির পর নূতন ব্রাঞ্চ কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাউন্সিল একটি নতুন ব্রাঞ্চ কাউন্সিল মনোনীত করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষার্থী নিবন্ধন এবং প্রশিক্ষণ

৭০। নিবন্ধন।—(১) ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আগ্রহী ব্যক্তিকে ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে অন্যূন বাংলাদেশের যেকোনো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) অথবা স্বীকৃত সমমান সম্পন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল নিবন্ধনের জন্য অন্যূন শিক্ষাগত যোগ্যতার নীতিমালা, সময় সময়, পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৭১। নিবন্ধনের মেয়াদ।—(১) ১ (এক) জন শিক্ষার্থীর নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে ভর্তিকৃত সেশনের প্রথম তারিখ হইতে ১০ (দশ) বৎসর।

(২) নিবন্ধনের মেয়াদকালে কোনো শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, তিনি কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ এবং ধার্যকৃত ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধন নবায়ন করিতে পারিবেন।

৭২। ফি এবং চাঁদা।—(১) নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণকে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাদান, পাঠদান, পরীক্ষা, প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহশিক্ষা এবং পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের ফি ও চাঁদা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যথাযথ সময়ে ও নিয়মে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত বার্ষিক চাঁদা নিবন্ধিত শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম তারিখে প্রদেয় হইবে।

৭৩। ফি ফেরত।—নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর আবেদন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন করা না হইলে আবেদনকারী কর্তৃক পরিশোধিত নিবন্ধন ফি, বার্ষিক চাঁদা এবং অন্য যেকোনো পরিশোধিত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৭৪। বার্ষিক চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থতা।—বার্ষিক চাঁদা যে তারিখে প্রদেয় সেই তারিখে তাহা পরিশোধ করা না হইলে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ শিক্ষার্থী খেলাপী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, তবে পরবর্তীতে নিবন্ধনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করিয়া তিনি ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭৫। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর অধিকার।—(১) কোনো শিক্ষার্থীর নিবন্ধন তাহাকে সদস্যপদের অধিকারী করিবে না অথবা কোনো নিবন্ধিত শিক্ষার্থীকে ইনস্টিটিউটের কোনো ধরনের সদস্যপদ দাবি করিবার অধিকার প্রদান করিবে না।

(২) প্রত্যেক নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ ও প্রতিপালনপূর্বক শিক্ষা ও পাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত শিক্ষার্থী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত সহশিক্ষা বা সমরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণ ইনস্টিটিউটের নীতিমালা প্রতিপালনপূর্বক তাহাদের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাসমূহ যেমন লাইব্রেরি, কম্পিউটার সেন্টার, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৭৬। নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল ও অবসান।—(১) কোনো নিবন্ধিত শিক্ষার্থী অসদাচরণ বা ইনস্টিটিউটের কোনো বিধি লঙ্ঘন করিলে, প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন এবং উক্ত শিক্ষার্থীর শুনানি গ্রহণপূর্বক, তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, কাউন্সিলের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, কাউন্সিল তাহার নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোনো শিক্ষার্থী ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষার্থী হিসাবে তাহার নিবন্ধনের অবসান ঘটিবে।

৭৭। শিক্ষার্থী রেজিস্টার।—(১) ইনস্টিটিউট সকল নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর রেজিস্টার যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) রেজিস্টারে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) শিক্ষার্থীর নাম;

(খ) জন্ম তারিখ;

(গ) নিবন্ধন নম্বর;

(ঘ) নিবন্ধনের সেশন।

৭৮। শিক্ষার্থী সমিতি গঠন।—(১) কাউন্সিল প্রয়োজন মনে করিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার্থী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং এইরূপ গঠিত শিক্ষার্থী সমিতি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

(২) সমিতিসমূহ কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং যাহার কার্যক্রম ব্রাঞ্চ কাউন্সিলসমূহের মাধ্যমে কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে।

(৩) যেকোনো শিক্ষার্থী সমিতির সদস্য হিসাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অর্থ আবেদনের সহিত পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইরূপ সংগৃহীত অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী সমিতিসমূহের হিসাবে জমা করা হইবে।

(৪) কাউন্সিল উপ-প্রবিধান (৩) অনুসারে শিক্ষার্থী সমিতিসমূহকে হস্তান্তরযোগ্য অর্থের সহিত কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) শিক্ষার্থী সমিতির হিসাব বিবরণী প্রত্যেক মাসে এবং আর্থিক বছর শেষে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের সচিব বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭৯। শিক্ষার্থী সমিতির সদস্যপদ।—প্রবিধান ৭৮ অনুসারে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীগণের জন্য কোনো সমিতি গঠন করা হইলে শিক্ষার্থীগণ উক্ত শিক্ষার্থী সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

পরীক্ষা

৮০। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা।—(১) যে সকল নিবন্ধিত শিক্ষার্থী কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্ব যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন এবং নির্ধারিত ফি যথাসময়ে পরিশোধ করিয়াছেন, কেবলমাত্র সেই সকল নিবন্ধিত শিক্ষার্থীই ইনস্টিটিউটের কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) পরীক্ষা কমিটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো শিক্ষার্থীকে তাহার অনুরূপ কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে, তাহাকে কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

৮১। পরীক্ষা পরিচালনা।—(১) পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা পরিচালনার বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করিতে হইবে।

(৩) কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করিলে উক্ত পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরিশোধিত পরীক্ষা ফি ফেরত প্রদান করা হইবে না অথবা পরবর্তী কোনো পরীক্ষার ফি'র সহিত সমন্বয় করিবার জন্য জের টানা যাইবে না।

৮২। পরীক্ষার সময় এবং স্থান।—পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান এবং সময়ে বৎসরে ২ (দুই) বার ইনস্টিটিউটের সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল প্রয়োজন অনুসারে উক্ত পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে।

৮৩। পরীক্ষার পাঠ্যসূচি।—কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, অনুমোদিত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

৮৪। পরীক্ষার ফলাফল।—(১) পরীক্ষা কমিটি প্রত্যেক পরীক্ষার পরীক্ষকের প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) পরীক্ষা কমিটি প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফলের প্রতিবেদন কাউন্সিলের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবে।

(৩) পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণের তালিকা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী 'কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট' বা 'সিএমএ' হিসাবে গণ্য হইবেন।

৮৫। পরীক্ষার সনদ।—(১) ইনস্টিটিউটের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ফরম 'ঙ' অনুসারে প্রেসিডেন্ট এবং সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত 'সিএমএ' ডিগ্রির সনদ প্রদান করা হইবে।

(২) ইনস্টিটিউট চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে কোনো নিবন্ধিত শিক্ষার্থীকে তাহার উত্তীর্ণ হইবার ভিত্তিতে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতা নির্দেশক সনদ প্রদান করিতে পারিবে।

৮৬। পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি।—(১) কাউন্সিল, সময় সময়, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে বা সাধারণ নীতি হিসাবে, কোনো বিষয়ে বা বিষয়সমূহে পরীক্ষা প্রদান হইতে কোনো শিক্ষার্থীকে অব্যহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো কারণ উল্লেখ না করিয়াই কাউন্সিল যেকোনো সময় মঞ্জুরিকৃত অব্যাহতি বাতিল, অব্যাহতি সংক্রান্ত নীতি পুনর্বিবেচনা বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) কোনো শিক্ষার্থী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে পরীক্ষা প্রদান হইতে অব্যহতি পাইতে চাহিলে তাহাকে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাযথ ফি প্রদানপূর্বক কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

ইনস্টিটিউটের সদস্য

৮৭। ইনস্টিটিউটের সদস্য হইবার যোগ্যতা।—(১) কোনো ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সদস্য হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন, যদি তিনি—

(ক) সিএমএ ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন;

(খ) আইন বা এই প্রবিধান অনুযায়ী সকল বিষয়ে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন;

(গ) কোনো বিষয়ে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন;

(ঘ) দেশি বা বিদেশি এইরূপ কোনো ডিগ্রি অর্জন করেন যাহা কাউন্সিল কর্তৃক সিএমএ ডিগ্রির সমমান বলিয়া অনুমোদিত হয় এবং উক্তরূপ ডিগ্রিধারীকে সিএমএ ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সকল বিষয়ের পরীক্ষা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলিয়া অনুমোদন প্রাপ্ত হন;

(ঙ) অন্তত ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বা অন্য কোনো স্বাধীন পেশার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন;

(২) আইন ও এই প্রবিধানমালায় নির্দেশিত অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করিয়া থাকেন।

৮৮। সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন।—(১) আইনের ধারা ১৭ অনুযায়ী সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি পরিশোধপূর্বক এসোসিয়েট সদস্য হিসাবে সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন কাউন্সিল অনুমোদন করিলে তিনি ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য এসোসিয়েট সদস্য হিসাবে ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ করিবার পর এবং ফেলো সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসমূহ পূরণসাপেক্ষে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথাযথ ফি পরিশোধপূর্বক ইনস্টিটিউটের ফেলো সদস্য হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন কাউন্সিল অনুমোদন করিলে আবেদনকারী ইনস্টিটিউটের ফেলো সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তিকে ইনস্টিটিউটের সদস্য হিসাবে সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তির পূর্বে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে যে, তিনি সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির সময় অথবা পরে বিদ্যমান বা পরবর্তীতে প্রণীত আইন বা প্রবিধানের বিধি-বিধান অমান্য করিবেন না।

৮৯। সদস্য-রেজিস্টার সংরক্ষণ পদ্ধতি।—(১) ইনস্টিটিউট ফেলো এবং এসোসিয়েট সদস্যগণের জন্য ডিজিটাল বা মুদ্রিত বা উভয় পদ্ধতিতে তাহাদের নাম ও তথ্য সম্বলিত ২ (দুই)টি পৃথক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত সদস্য-রেজিস্টারে আইনের ধারা ১৬ তে বর্ণিত তথ্যাদি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) সদস্য নম্বর;

(খ) এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির তারিখ;

(গ) মোবাইল ফোন নম্বর; এবং

(ঘ) ই-মেইল ঠিকানা।

৯০। সদস্য-রেজিস্টারে নাম অন্তর্ভুক্তকরণ ও সনদ প্রদান।—(১) প্রবিধান ৮৮ এর অধীন ইনস্টিটিউটের এসোসিয়েট বা ফেলো সদস্যপদের আবেদন কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইলে উক্ত আবেদনকারীর নাম এসোসিয়েট বা ফেলো হিসাবে সদস্য-রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং তাহাকে ফরম 'চ' তে বর্ণিত যথাযথ সিলমোহর যুক্ত সনদ প্রদান করা হইবে।

(২) আইনের ধারা ১৯ এর বিধান অনুযায়ী কোনো সদস্যের নাম সদস্য-রেজিস্টার হইতে অপসারণ করা হইলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদের সনদ এবং পেশা পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ, যদি থাকে, সচিবের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৯১। পেশায় নিয়োজিত হইবার সনদ।—(১) ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন সদস্য ফরম 'ছ' অনুসারে বাংলাদেশে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশায় নিয়োজিত হইবার সনদের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ফিস প্রদানপূর্বক কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গৃহীত আবেদন কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইলে আবেদনকারীকে ফরম 'জ' অনুযায়ী যথাযথ সিলমোহর যুক্ত সনদ প্রদান করা হইবে।

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ইনস্টিটিউটের সচিব ফরম 'ঝ' অনুযায়ী সনদের মেয়াদ প্রতি বছর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) পেশায় নিয়োজিত কোনো সদস্য যদি তাহার পেশা পরিচালনা করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে উক্তরূপ অনিচ্ছুক হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে সচিবকে লিখিতভাবে তাহা অবহিত করিতে হইবে।

৯২। ফি।—(১) কাউন্সিল উহার সদস্যগণের বার্ষিক ফি, পেশা পরিচালনার ফিসহ সদস্যগণের উপর প্রযোজ্য অন্যান্য ফি ও চাঁদা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ফি বা চাঁদা প্রত্যেক সদস্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম তারিখে সকল প্রকার বার্ষিক ফি প্রদেয় হইবে।

৯৩। সদস্যগণ কর্তৃক তথ্য সরবরাহ।—(১) ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক সদস্য, তাহার ঠিকানাসহ রেজিস্টারে সংরক্ষিত অন্যান্য কোনো তথ্যের পরিবর্তন হইলে ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহীকে তাহা অবহিত করিবেন এবং ইনস্টিটিউটের ইআরপিতে সংরক্ষিত তাহার তথ্য স্ব-উদ্যোগে হালনাগাদ করিবেন।

(২) আইন বা এই প্রবিধানমালার বিধান প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কোনো তথ্যের প্রয়োজন হইলে কাউন্সিল কোনো সদস্যকে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং তিনি অনুরূপ তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯৪। পেশায় নিয়োজিত ফার্মের কার্যালয়ের বিবরণ।—(১) পেশায় নিয়োজিত প্রত্যেক কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম তাহার কার্যালয়ের সুনির্দিষ্ট বিবরণ পেশা শুরু করিবার বা ফার্ম গঠনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে যাহা পরে হয় তাহা ফরম 'ঞ' অনুযায়ী কাউন্সিলকে প্রদান করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে প্রেরিত বিবরণে যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তবে উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কাউন্সিলের নিকট উহা প্রেরণ করিতে হইবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক ফার্মসমূহ এবং উহার কার্যালয় সমূহের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯৫। বাংলাদেশে ব্যবসার স্থান।—পেশায় নিয়োজিত প্রত্যেক সদস্যের বাংলাদেশে তাহার ব্যবসার স্থান থাকিতে হইবে, যাহা তাহার নিজ দায়িত্বে বা অন্য সদস্যের দায়িত্বে থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ১ (এক) জন সদস্য পেশায় নিয়োজিত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মের বেতনভুক্ত কর্মচারী হন, তবে তাহার নিয়োগকারী ফার্মের ব্যবসার স্থান তাহার ব্যবসার স্থান বলিয়া গণ্য হইবে।

৯৬। ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান।—(১) কোনো সদস্য যদি আইন বা এই প্রবিধান অনুযায়ী ইস্যুকৃত কোনো সনদ হারাইয়া ফেলেন তাহা হইলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি করিয়া হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তথ্যসহ কাউন্সিল বরাবর ডুপ্লিকেট সনদের জন্য আবেদন করিবেন এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তিনি একটি ডুপ্লিকেট সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো সদস্যের সনদ নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তিনি কাউন্সিল বরাবর ডুপ্লিকেট সনদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্ত আবেদনের পর কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ এবং উক্ত নষ্ট হইয়া যাওয়া সনদ ফেরত প্রদান সাপেক্ষে কাউন্সিল একটি ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান করিবে।

৯৭। ব্যক্তিগত নামে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশা পরিচালনা।—পেশায় নিয়োজিত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মের সদস্য নহেন এইরূপ কোনো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট তাহার নিজ নাম ব্যতীত অন্য কোনো নামে বা ধরনে পেশা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

৯৮। পেশায় নিয়োজিত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর অন্য ব্যবসায় বা পেশায় সম্পৃক্ত হইবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।—কাউন্সিলের অনুমোদন ব্যতিরেকে পেশায় নিয়োজিত কোনো সদস্য কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং পেশা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসা বা পেশায় জড়িত থাকিতে পারিবেন না।

৯৯। পেশায় নিয়োজিত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টগণের অন্যান্য কার্যক্রম।—কাউন্সিলের কোনো আদেশ বা নির্দেশনা ক্ষুণ্ন না করিয়া, পেশায় নিয়োজিত ১ (এক) জন কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট লিকুইডেটর, ট্রাস্ট্রি, এক্সিকিউটর, এডমিনিস্ট্রেটর, আরবিট্রেটর, রিসিভার, এডভাইজার বা আর্থিক মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রতিনিধি, কোম্পানি ও কর বিষয়ক কাজ করিতে পারিবেন অথবা সরকার বা আদালত বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইতে পারিবেন বা তাহার পেশার যোগ্যতাবলে পূর্ণকালীন কর্মচারী না হওয়া সাপেক্ষে কোনো কোম্পানির সচিব হইতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

সদস্যগণের সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ এবং পুনর্বহাল

১০০। শৃঙ্খলা কমিটির কাছে উপস্থাপনযোগ্য বিষয়।—(১) আইন এবং এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য বহিস্কার, সদস্যপদ স্থগিত বা তিরস্কারযোগ্য কোনো অপরাধ করিলে তাহা কোনো সদস্য বা সচিব শৃঙ্খলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(২) কাউন্সিল বা ইনস্টিটিউটের সচিব কর্তৃক কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গৃহীত হইলে অভিযোগটি শৃঙ্খলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

১০১। শৃঙ্খলা বিষয়ক তদন্ত।—(১) প্রবিধান ১০০ অনুসারে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হইলে এবং অভিযোগটি তদন্ত করিবার প্রয়োজন মনে করিলে, শৃঙ্খলা কমিটি এতদুদ্দেশ্যে অভিযুক্ত সদস্যকে তদন্তের বিষয়টি অবহিত করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) শৃঙ্খলা কমিটি অভিযুক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে সুযোগ প্রদান করিবেন এবং তাহা উপস্থাপন করিবার জন্য তিনি ১ (এক) জন আইনজীবী বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো সদস্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) শৃঙ্খলা কমিটি অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তের প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবে।

(৪) শৃঙ্খলা কমিটি কোনো সদস্যের অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত সদস্যকে পেশাগত আচরণ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১০২। কাউন্সিলের দায়িত্ব।—(১) কাউন্সিল প্রবিধান ১০১ এর উপ-প্রবিধান (৩) অনুসারে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করিয়া যদি অবগত হয় যে, আনীত অভিযোগটি প্রমাণিত হয় নাই, তাহা হইলে এতদসংক্রান্ত প্রক্রিয়াটি নথিভুক্ত করিবে বা ক্ষেত্রমত অভিযোগটি খারিজ করিবে।

(২) যদি কাউন্সিল উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হন যে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগটি প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে কাউন্সিল উহা নথিভুক্ত করিবে এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিবার পূর্বে, ব্যক্তিগতভাবে বা ১ (এক) জন আইনজীবী বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো সদস্য মারফত কাউন্সিল তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া নিম্নবর্ণিত যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) অভিযুক্ত সদস্যকে কঠোরভাবে তিরষ্কার করা;

(খ) সদস্যপদ হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য সাময়িক বহিষ্কার করা; বা

(গ) সদস্য-রেজিস্টার হইতে তাহার নাম অপসারণ করা।

(৩) তদন্তে উদঘাটিত বিষয় এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

১০৩। তদন্তের ফলাফল এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত প্রকাশ।—প্রবিধান ১০২ এর উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত বা বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত সরকারি গেজেটে এবং কাউন্সিল প্রয়োজন মনে করিলে, ইনস্টিটিউটের জার্নালে এবং জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

১০৪। বহিষ্কারের ক্ষেত্রে সনদ ফেরত প্রদান।—(১) কোনো সদস্যের সাময়িক বরখাস্ত বা বহিষ্কারের ক্ষেত্রে, সদস্য-রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণ করিবার দিন হইতে তাহার সদস্যপদ বা ফেলোশিপ বা পেশার সকল সনদ, যাহা তাহার হেফাজতে রহিয়াছে, বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ সনদসমূহ উক্ত সদস্য কর্তৃক সচিব এর নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(২) সাময়িক বরখাস্তের ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্তের সময়কালে উক্ত সনদ সচিবের নিকট রক্ষিত থাকিবে এবং সদস্যপদ প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে উক্ত সনদ বাতিল হইবে।

১০৫। সদস্যপদ পুনর্বহাল।—(১) আইনের ধারা ১৯ অনুসারে কাউন্সিল কোনো সদস্যের নাম স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সদস্য-রেজিস্টার হইতে অপসারণ করিলে, তিনি সদস্য-রেজিস্টারে তাহার নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাহার আবেদন বিবেচনাপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে কাউন্সিল তাহার নাম সদস্য রেজিস্টারে পুনর্বহাল করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি উক্ত বৎসরের বার্ষিক ফি বা ফিসমূহ এবং তাহার উপর প্রযোজ্য স্কেল অনুসারে বার্ষিক সদস্য ফি এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের সকল বকেয়া বার্ষিক সদস্যপদ ফি পরিশোধ করিবেন।

(২) কোনো সদস্যের সদস্যপদ পুনর্বহাল হইলে উহা সরকারি গেজেটে এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেও তাহা লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

১০৬। অসদাচরণ।—আইন এবং এই প্রবিধানমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে "অসদাচরণ" বলিতে তপশিল ২ এ বর্ণিত কোনো কাজ করা অথবা না করাকে বুঝাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত কোনো কিছুই অন্য কোনো পরিস্থিতিতে কোনো সদস্যের আচরণের বিষয়ে তদন্তের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কমিটি বা কাউন্সিলের ক্ষমতাকে খর্ব করিবে না।

দশম অধ্যায়

ইনস্টিটিউটের সাধারণ সভা এবং কার্যবিধি

১০৭। বার্ষিক সভা।—(১) ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভা প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে ঢাকায় বা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সর্বশেষ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভা হইতে পরবর্তী বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১৫ (পনের) মাসের অধিক হইবে না।

(২) বার্ষিক সভার কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের রিপোর্টসহ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক হিসাব অনুমোদন;

(খ) নিরীক্ষক নিয়োগ;

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্যক্রম বা সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো বিষয়।

১০৮। বিশেষ সভা।—(১) কাউন্সিল প্রয়োজনে যেকোনো সময় ইনস্টিটিউটের বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(২) ইনস্টিটিউটের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যগণের স্বাক্ষরে সচিব বরাবর লিখিত অধিযাচন প্রাপ্তি সাপেক্ষে, কাউন্সিল, এইরূপ অধিযাচন প্রাপ্তির ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে, প্রস্তাবিত সভার কর্মসূচী উল্লেখপূর্বক ইনস্টিটিউটের বিশেষ সভার আহ্বান করিবে।

১০৯। সভার নোটিশ।—(১) সচিব ইনস্টিটিউটের কোনো বার্ষিক বা বিশেষ সভার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্যকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সভার দিন, তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবগত করিবেন।

(২) বার্ষিক সভার ক্ষেত্রে, সচিব ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক সদস্যকে কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি প্রতিলিপি, ইনস্টিটিউটের হিসাবের একটি প্রতিলিপি'র সহিত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, সভার আলোচ্যসূচী এবং উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিষয়সমূহ প্রেরণ করিবেন।

(৩) কোনো সদস্য উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত নোটিশ বা উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোনো কাগজপত্র প্রাপ্ত না হইলে, উহার কারণে সভার কোনো কার্যক্রম অকার্যকর হইবে না।

১১০। প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান।—(১) ইনস্টিটিউটের ১ (এক) জন সদস্য, অপর ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমর্থনসহ, ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভার সাথে সম্পর্কিত নয় অথচ ইনস্টিটিউট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট এইরূপ কোনো বিষয়ে বার্ষিক সভার কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) সপ্তাহ পূর্বে সচিবের বরাবরে লিখিতভাবে বার্ষিক সভায় আলোচনার জন্য কোনো প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে কোনো নোটিশ প্রদান করা হইলে এবং উক্ত নোটিশ সচিব কর্তৃক গৃহীত হইবার পরে যদি বার্ষিক সভা ৫ (পাঁচ) সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে আহ্বান করা হয়, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ উক্ত সভার জন্য নির্ধারিত তারিখের ৫ (পাঁচ) সপ্তাহ পূর্বে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১১। সভার সভাপতি।—প্রেসিডেন্ট ইনস্টিটিউটের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন বা তাহার অনুপস্থিতিতে, ভাইস-প্রেসিডেন্টগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন বা তাহাদের সকলের অনুপস্থিতিতে, উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জন সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১১২। বার্ষিক সভার কোরাম।—(১) ইনস্টিটিউটের ১০০ (একশত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে ইনস্টিটিউটের বার্ষিক সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(২) যদি বার্ষিক সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের আধা ঘন্টার মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হয় তাহা হইলে সভার সভাপতি যেরূপ সময় বা তারিখ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ সময় বা তারিখ পর্যন্ত সভা মুলতবি থাকিবে।

১১৩। বার্ষিক সভা মুলতবি।—(১) এই প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, বার্ষিক সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি, উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যগণের সম্মতিতে, সভার সময় এবং স্থান নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক সভা মুলতবি করিতে পারিবেন।

(২) মুলতবি সভায় পূর্বের সভার অসম্পূর্ণ বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা যাইবে না।

(৩) মুলতবি সভা অনুষ্ঠানের জন্য ভিন্নরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, কোনো নোটিশের প্রয়োজন হইবে না।

১১৪। বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া।—(১) বার্ষিক সভার সভাপতি সভায় প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ উপস্থিত সদস্যগণের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিবেন এবং উহাতে উপস্থিত সদস্যগণ হাত উত্তোলন করিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সমর্থনে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) কোনো বিষয়ে সভাপতি কর্তৃক ঘোষিত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উক্তরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বার্ষিক সভায় উপস্থিত সদস্যগণের অন্যূন এক-চতুর্থাংশ সদস্য লিখিতভাবে ইনস্টিটিউটের সকল সদস্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে দাবি উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(৬) কোনো বিষয়ের উপর ভোটের দাবি করা হইলে অথবা ভোটের দাবির সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় ব্যতীত সভার অন্যান্য কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হইবে না।

১১৫। কমিশন গঠন।—প্রবিধান ১১৪ অনুযায়ী বার্ষিক সভায় ভোট গ্রহণের দাবি উত্থাপিত হইলে সভায় উপস্থিত ৩ (তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করা হইবে।

১১৬। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া।—(১) প্রবিধান ১১৪ এর উপ-প্রবিধান (৫) অনুযায়ী ভোটের দাবি করা হইলে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে অথবা সভা সমাপ্তি পরবর্তী যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে সভার সিদ্ধান্ত বা সংশোধনী সিদ্ধান্ত প্রস্তাবনা আকারে কমিশনের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

(২) কমিশন এইরূপ প্রস্তাবনা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অনুমোদিত পদ্ধতিতে, সকল সদস্যের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন।

১১৭। ভোটের ফলাফল।—(১) ভোট গ্রহণপূর্বক কমিশন ভোটের ফলাফল প্রেসিডেন্টের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) প্রস্তাবনার পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) ইনস্টিটিউট ভোটের ফলাফল সকল সদস্যকে যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে অবহিত করিবে।

১১৮। বার্ষিক সভার কার্যবিবরণী।—(১) বার্ষিক সভায় ইনস্টিটিউটের সকল কার্যক্রম, কাউন্সিল নির্বাচনের ফলাফল, প্রতিটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বা সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত এবং সভায় গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) বার্ষিক সভার কার্যবিবরণীতে উক্ত সভার সভাপতি অথবা পরবর্তী সভার সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী উহাতে উল্লিখিত বিষয়ের উপযুক্ত প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

১১৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) The Cost and Management Accountants Regulations, 1980, অতঃপর রহিত Regulations বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত Regulations এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কাজকর্ম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই প্রবিধানের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যদি থাকে, রহিত Regulations এর অধীন এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত Regulations রহিত হয় নাই।

তপশিল ১

ফরম 'ক'

[প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

প্রার্থী মনোনয়ন ফরম

চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
আইসিএমএবি ন্যাশনাল কাউন্সিল নির্বাচন..........................
আইসিএমএ বাংলাদেশ
আইসিএমএ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।

প্রিয় মহোদয়,

আমি এতদ্দ্বারা কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর ফেলো সদস্য জনাব .... সদস্যপদ নম্বর .... কে প্রস্তাব এবং মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

স্বাক্ষর...........................
নাম..............................
সদস্যপদ নম্বর ....

স্থান: ....

তারিখ: ....

আমরা এতদ্দ্বারা ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর ফেলো সদস্য জনাব ....সদস্যপদ নম্বর ....কে কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচনের প্রস্তাব এবং মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

১.	______________________	____________	________________
	সমর্থনকারীর নাম	সদস্যপদ নম্বর	তারিখসহ স্বাক্ষর
২.	______________________	____________	________________
	সমর্থনকারীর নাম	সদস্যপদ নম্বর	তারিখসহ স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

[প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীর অঙ্গীকারনামা

চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
আইসিএমএবি ন্যাশনাল কাউন্সিল নির্বাচন................
আইসিএমএ বাংলাদেশ
আইসিএমএ ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।

প্রিয় মহোদয়,

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী, আইসিএমএবি জাতীয় কাউন্সিল নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি অবশ্যই—

(ক) নির্বাচনী প্রচারণামূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস প্রবিধানমালা, ২০১৯ এর প্রবিধান ১৯ এর বিধান মানিয়া চলিব;

(খ) কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ এর বিধানাবলী এবং এর অধীন, সময় সময়, প্রণীত প্রবিধানমালা সবসময় মানিয়া চলিব;

(গ) যদি নির্বাচিত হই, তাহা হইলে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

____
স্বাক্ষর

তারিখ:...

নাম :

সদস্যপদ নম্বর :

ফরম 'গ'

[প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্ত

প্রার্থীর ছবি **(স্ট্যাম্প সাইজ)**

(ক)	চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ক্রমিক নম্বর	:
(খ)	প্রার্থীর পূর্ণনাম, সদস্যপদ প্রাপ্তির তারিখ	:
(গ)	জন্ম তারিখ	:
(ঘ)	সদস্য পদ গ্রহণের তারিখ ও সন - (অ) এসোসিয়েট (আ) ফেলো	: : :
(ঙ)	শিক্ষাগত এবং পেশাগত যোগ্যতা	:
(চ)	পূববর্তী কাজের/চাকুরির অভিজ্ঞতা	:
(ছ)	বর্তমান পেশাগত অবস্থান	:
(জ)	ইনস্টিটিউটে কর্মকাল (কাউন্সিলে কার্যকালসহ)	:
(ঝ)	এ্যাসোসিয়েশনে সদস্যপদ প্রাপ্তির তারিখ	:
(ঙ)	অন্য কোনো পেশাগত সংগঠনের সদস্যপদ (যদি থাকে) (অনধিক ৬০ শব্দসীমার মধ্যে)	:
(চ)	অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা/কাজের অভিজ্ঞতা (অনধিক ৬০ শব্দসীমার মধ্যে)	:
(ছ)	অন্যান্য কোনো তথ্য (যদি থাকে)	:

ফরম 'ঘ'

[প্রবিধান ৬৩ এর উপ-প্রবিধান (৮) দ্রষ্টব্য]

ব্রাঞ্চ কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন ফরম

প্রিসাইডিং অফিসার
.........................ব্রাঞ্চ কাউন্সিল নির্বাচন ....
আইসিএমএ বাংলাদেশ
আইসিএমএ ভবন
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

প্রিয় মহোদয়,

আমি এতদ্দারা ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর সদস্য জনাব..সদস্যপদ নম্বর........... কে .... ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য প্রস্তাব এবং মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

স্বাক্ষর:..

নাম:...

সদস্যপদ নম্বর:.............................

স্থান: ....

তারিখ: ....

আমি এতদ্দারা ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ এর সদস্য জনাব................................. সদস্যপদ নম্বর ....কে .... ব্রাঞ্চ কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচনের প্রস্তাব এবং মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

স্বাক্ষর:......................................

নাম:...

সদস্যপদ নম্বর:.............................

স্থান:..

তারিখ:...

আমি এতদ্দারা উপরি উল্লিখিত প্রস্তাবে আমার সম্মতি প্রদান করিতেছি।

স্বাক্ষর:..

নাম:...

সদস্যপদ নম্বর:.............................

স্থান:..

তারিখ:...

ফরম 'ঙ'

[প্রবিধান ৮৫ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ
সিএমএ সনদ

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, জনাব.. পিতা:.................................মাতা:........................ ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমবি) তে...................সালের .... মাসের.............................. তারিখে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষায় সফলভাবে কৃতকার্য হইয়াছেন।

....	....
সচিব	সভাপতি

রোল নম্বর: ....

রেজিস্ট্রেশন নম্বর:.................................

ফরম ‘চ’

[প্রবিধান ৯০ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ

সদস্যপদ সনদ

নং.......................

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, জনাব..

পিতা:...মাতা:..কে..............

...........সালের .... মাসের ....তারিখে ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) এর একজন ....হিসাবে সদস্যপদ প্রদান করা হইয়াছে। তাহার সদস্যপদ নম্বর ....।

অদ্য.......................সালের .... মাসের.......................... তারিখে ঢাকা হইতে ইনস্টিটিউটের সীলমোহর সংযুক্ত এই সদস্যপদ সনদ প্রদান করা হইল।

....	....	....
সচিব	কাউন্সিল সদস্য	সভাপতি

ফরম 'ছ'

[প্রবিধান ৯১ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

পেশা পরিচালনা সনদের জন্য আবেদন

সচিব
আইসিএমএ বাংলাদেশ
আইসিএমএ ভবন
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।

প্রিয় মহোদয়,

আমি এতদ্দারা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ এর ধারা ২২ এর অধীনে পেশা পরিচালনা সনদ প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

একজন প্র্যাকটিসিং কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কাউন্সিল এর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার করিতেছি।

যখনই আমি পেশা পরিচালনা হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিব তখনই আমি ইনস্টিটিউটের প্রবিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতার সাথে বিষয়টি কাউন্সিলকে যথাযথভাবে অবহিত করিব।

আবেদনপত্রের ফি বাবদ .... টাকার...........................তারিখের একটি ব্যাংক ড্রাফট অথবা ক্রসড চেক এই আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষর..................................
নাম ....
সদস্যপদ নম্বর:.......................

স্থান:..
তারিখ:...

ফার্মের নাম ও ঠিকানা:
....
....

ফরম 'জ'

[প্রবিধান ৯১ এর উপ-প্রবিধান (২) দ্রষ্টব্য]

নং.....................

ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ

পেশা পরিচালনা সনদ

এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ....

সদস্যপদ নম্বর ...., অত্র ইনস্টিটিউটের একজন .... সদস্য, যিনি কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৮ এর ধারা ২২ এর অধীনে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে সারা বাংলাদেশে পেশা পরিচালনা করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন। এই সনদটি ....তারিখ হইতে.......................................তারিখ পর্যন্ত বৈধ থাকিবে।

.... তারিখে ইনস্টিটিউটের সীলমোহর সংযুক্ত করিয়া ঢাকাস্থ অফিস হইতে সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত।

....	....	....
সচিব	কাউন্সিল সদস্য	সভাপতি

ফরম ‘ঝ’

[প্রবিধান ৯১ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

নং..................

ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ

পেশা পরিচালনা সনদ নবায়ন

জনাব...
সদস্যপদ নম্বর....................................... কে ....তারিখে ....তারিখ হইতে ....তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রদত্ত পেশা পরিচালনা সনদটি..তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য এতদ্বারা নবায়ন করা হইল। .... তারিখে ইনস্টিটিউটের সিলমোহর সংযুক্ত করিয়া ঢাকাস্থ অফিস হইতে সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত।

....	....	....
সচিব	কাউন্সিল সদস্য	সভাপতি

ফরম 'ঞ'

[প্রবিধান ৯৪ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ

অফিস বা পেশায় নিয়োজিত ফার্মের বিবরণ

১. অফিস বা পেশায় নিয়োজিত ফার্মের নাম ও ঠিকানা (যদি শাখা থাকে তার ঠিকানা): ....

....

২. অংশীদারদের নাম ও ঠিকানা:

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

(iv) ....

(v) ....

৩. অংশীদারীত্ব শুরুর তারিখ: ....

[সকল অংশীদারদের স্বাক্ষরকৃত অংশীদারী চুক্তিপত্রের কপি (প্রাসঙ্গিক অংশ) সংযুক্ত করিতে হইবে।]

৪. প্রত্যেক অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যের নাম: ....

৫. ইনস্টিটিউটের সদস্যদের নাম যাহারা এই ফার্মে বেতন ভিত্তিক সহকারী হিসাবে রহিয়াছেন:

....

....

অংশীদারের স্বাক্ষর

১. ....

২. ....

৩. ....

স্থান:...

তারিখ:...

(ক) প্রত্যেক ফার্মের জন্য পৃথক নমুনা ফরম পূরণ করিতে হইবে।

(খ) অংশীদারীত্বের কোনো পরিবর্তন হইলে নতুন ফরমে তাহা জমাদানের প্রয়োজন হইবে এবং পরিবর্তনের এক মাসের মধ্যে তথ্য অবশ্যই জমা প্রদান করিতে হইবে।

তফশিল ২

[প্রবিধান ১০৬ দ্রষ্টব্য]

ইনস্টিটিউটের একজন সদস্য অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোনো অযোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাহার পক্ষে পেশাগত সেবা প্রদানের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন অথবা অংশীদারীর মাধ্যমে ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত এমনভাবে যুক্ত হন যাহা কস্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট হিসাবে ইনস্টিটিউটের একজন সদস্যের জন্য উন্মুক্ত নয়;

(খ) একজন কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর সহিত অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে অথবা পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উক্ত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টকে নিয়োগ প্রদান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাহার পক্ষে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট সেবা পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন;

(গ) ইনস্টিটিউটের কোনো সদস্য বা কোনো অংশীদার বা অবসরপ্রাপ্ত অংশীদার বা তাহার আইনি প্রতিনিধি বা কোনো মৃত অংশীদারের বিধবা পত্নী ব্যতীত তাহার পেশাগত ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বা ফি বা শেয়ার বা কমিশন বা ব্রোকারেজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য কাউকে প্রদান করেন বা প্রদান করিতে সম্মত হন;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের সদস্য ব্যতীত কোনো আইনজীবী, আয়কর পেশাজীবী, নিলামকারী, ব্রোকার বা অন্য কোনো এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তির পেশাগত কাজের লভ্যাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন বা গ্রহণ করিতে সম্মত হন;

(ঙ) লিখিতভাবে অবহিত না করিয়া পূর্বে অন্য কোনো সদস্যের মালিকানাধীন পেশায় নিয়োজিত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের পদবি গ্রহণ করিয়া থাকেন;

(চ) আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিলক্ষিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত না হইয়া কোনো প্রতিষ্ঠানে কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে নিয়োগপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন;

(ছ) পূর্বে অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক ধারণকৃত কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে কম মূল্যে সেবা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া নিয়োগ লাভ করিয়া থাকেন;

(জ) পেশাগত বিষয়ে কোনো গ্রাহকের প্রশংসাপত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন অথবা পেশাগত সেবা প্রদানের বিষয়ে যেকোনো পন্থায় প্রচারণা করিয়া থাকেন;

(ঝ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বড় আকারের এক বা একাধিক সাইনবোর্ড স্থাপন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পেশাগত সেবা বা গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া থাকেন;

(ঞ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অথবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ অথবা সরকার বা কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত কোনো ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ ব্যতীত অন্য কোনো পদবি অথবা পেশাগত অর্জন পেশাগত কাগজপত্রে, লেটার হেডে, সাইনবোর্ডে বা ভিজিটিং কার্ডে ব্যবহার করিয়া থাকেন;

(ট) মুদ্রিত বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো ডিরেক্টরি বা জার্নাল বা সংবাদপত্রে তাহার নাম এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন যাহা বিজ্ঞাপনের অনুরূপ বলিয়া গণ্য হয়;

(ঠ) তাহার দ্বারা বা তাহার প্রতিষ্ঠানের বা অংশীদারের বা তাহার ফার্মের কোনো কর্মচারী বা অন্য কোনো কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা কস্ট একাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিবরণীসমূহে পরীক্ষিত না হইলেও তাহার নামে বা তাহার ফার্মের নামে এতদ্সংক্রান্ত প্রতিবেদন বা প্রত্যয়ন প্রদান করিয়া থাকেন;

(ড) প্রাক্কলনের সঠিকতার বিষয়ে নিশ্চয়তা হিসাবে বিশ্বাস হইতে পারে, ভবিষ্যত লেনদেনের মাধ্যমে নির্ধারিতব্য এমন কোনো আয় বা ব্যয়ের সম্ভাব্য প্রাক্কলনে তাহার বা তাহার ফার্মের নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন;

(ঢ) কোনো পেশাদার কাজের জন্য এমনভাবে ধার্য করিয়া থাকেন বা ধার্য করিবার প্রস্তাব প্রদান করেন যাহা মুনাফার শতকরা হারে অথবা পেশাগত কাজের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল;

(ণ) লিফলেট, বুকলেট, প্রচারপত্র, কাগজপত্র ইত্যাদির প্রকাশসহ অন্য কোনো কার্যক্রমে নিজ স্বাক্ষরে, স্বাক্ষর বিহীন বা বেনামে লিপ্ত হন, যা ইনস্টিটিউটকে বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস পেশাকে প্রভাবিত করে;

(ত) ইনস্টিটিউটের সদস্য নন বা এমন একজন সদস্য যিনি তাহার অংশীদার নন, এমন কাউকে কোনো প্রতিবেদন বা বিবৃতি বা তাহার গ্রাহকের প্রয়োজনীয় অন্য কোনো দলিল বা ব্যয় বা মূল্য বিবৃতিতে তাহার বা তাহার ফার্মের পক্ষে স্বাক্ষর করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন;

(থ) গ্রাহক বা পেশাগত সেবা গ্রহীতা ব্যতীত এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট গ্রাহকের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার পেশাগত কাজের ভিত্তিতে অর্জিত তথ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন;

(দ) কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাহার বা তাহার ফার্মের বা তাহার অংশীদারের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর জড়িত থাকিলে, উক্ত ফার্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা ব্যতীত উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বা মূল্য বিবৃতিতে তাহার মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন;

(ধ) এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাহা তিনি অবগত এবং সুস্পষ্ট বিবৃতির জন্য যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহা প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হন;

(ন) পেশাগত সংশ্লিষ্টতার কারণে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা বিবরণীর বিষয়ে প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হন অথবা সাধারণভাবে স্বীকৃত ব্যয় বা মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের গোচরীভূত করিতে ব্যর্থ হন;

(প) পেশাগত কর্তব্য পালনে চূড়ান্ত অবহেলা করিয়া থাকেন;

(ফ) মতামত প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন অথবা শর্তসাপেক্ষে মতামতের শর্ত এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন যাহা মতামতকে অকার্যকর করে;

(ব) গ্রাহকের অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখিতে ব্যর্থ হন অথবা গ্রাহকের অর্থ যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার কথা সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে ব্যর্থ হন;

(ভ) ইনস্টিটিউটের সদস্য হিসাবে মর্যাদা হানিকর কোনো কাজ অথবা কোনো কাজের খেলাপ করিবার অপরাধে অপরাধী হন;

(ম) আইনের অথবা আইনের অধীন প্রণীত এই প্রবিধানের কোনো বিধি-বিধান পরিপন্থী কোনো কাজ করিয়া থাকেন;

(য) কাউন্সিল কর্তৃক, সময় সময়, সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ করেন অথবা না করিবার অপরাধে অপরাধী হন;

(র) ইনস্টিটিউটের ফেলো সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ফেলো সদস্য হিসাবে পরিচয় দেন;

(ল) কাউন্সিল অথবা কাউন্সিলের অন্য কোনো কমিটি কর্তৃক যাচিত কোনো তথ্য সরবরাহ করিতে অথবা উহাদের আইনসম্মত নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হন;

(শ) কাউন্সিলের নিকট দাখিলকৃত কোনো বিবৃতি, বিবরণী অথবা ফরমে জানা সত্ত্বেও মিথ্যা তথ্য প্রদান করিয়া থাকেন;

(ষ) প্রবিধান ৩২ এ বর্ণিত ট্রাইবুনাল কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অর্থ পরিশোধ না করিয়া থাকেন;

(স) প্রবিধান ৩৩ এ নিষিদ্ধকৃত এক বা একাধিক কাজ করেন অথবা কাজের সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত করিয়া থাকেন;

(হ) চাকুরিরত অবস্থায় অর্থ তছরূপ কিংবা শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত কারণে দায়ী হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে চাকুরিচ্যুত হন;

(ড়) কাউন্সিল অনুমোদিত নৈতিকতার মানদণ্ড, পেশাগত দক্ষতার মানদণ্ড এবং আচরণবিধি যথাযথ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন;

(ঢ়) সিএমএ পেশা বা ইনস্টিটিউট বা এর সদস্যদের মর্যাদা জনসমক্ষে ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ বক্তব্য প্রদান করেন বা প্রচারণা বা কর্মকান্ড পরিচালনা করিয়া থাকেন;

(য়) আইন, বিধি বা এই প্রবিধানের কোনো বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপসচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd